ট্রান্সওয়ার্ল্ড রেডিও পুরুষদের জন্য প্রার্থনা ক্যালেন্ডার, অক্টবর ২০২৪।

১. যাজক – তাঁর পরিবারের নেতা হিসাবে, পুরুষের অন্যতম কাজ হলো তাঁর গৃহের যাজক হওয়া। যাজকের প্রধান দায়িত্ব ছিল ঈশ্বরের কাছে তাঁর লোকদের জন্য বিনতি করা (লেবীয় পুস্তক ৯:৭)। প্রভু, আমি যেন আমার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য বিনতি প্রার্থনা করতে সময়ের অভাব বোধ না করি।

২. ভাববাদী – তাঁর গৃহের নেতা রূপে পুরুষের আরেকটি প্রধান কাজ হলো ভাববাদীর দায়িত্ব গ্রহণ করা। ভাববাদীর কাজ হলো মানুষের কাছে ঈশ্বরের বার্তা বহন করে নিয়ে আসা (তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে এই বাক্যাংশ থাকতো: "সদাপ্রভু এই কথা কহেন")। আমাদের সন্তানদের বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আমাদের বিশেষ অধিকার। সদাপ্রভু, যখন আমি আমার পরিবারের কাছে আপনার বাক্য পাঠ করি ও শিক্ষা দিই তখন আমার আচরণ যেন উদাহরণস্বরূপ হতে পারে!

৩. সম্পন্ন – ক্রুশের উপর থেকে "সমাপ্ত হইল" এই কথাটি বলে, যীশু স্বীকার করেছিলেন যে জগৎকে উদ্ধার করার কাজ তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন। যা কিছু করার ছিল তার সবই তিনি করেছেন। প্রভু, এই জগৎ থেকে চলে যাওয়ার সময় যখন আসবে, ঈশ্বরের সন্তানরূপে তাঁর আহবান যেন উৎকর্ষের সাথে আমি পূর্ণ করতে পারি! (২ তীমথিয় ৪:৭)

৪. প্রেম – প্রেমকে প্রদর্শন করার সব থেকে বাস্তব উপায় হলো অন্যকে সাহায্য করা। ধন্য সেই পরিবার যেখানে সন্তানরা যা পায় তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার রীতি মাতা-পিতার কাছ থেকে অনেক আগে থেকেই শিক্ষা পেয়ে থাকে। প্রেরিত পৌল আমাদের পরিশ্রম করতে নির্দেশ দিয়েছেন যেন অভাবীদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে কিছু থাকে (ইফিসিয়ে ৪:২৮)। আপনার পরিবারে সবাইকে উৎসাহিত করুন যেন তারা অন্যদের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে।

৫. উপাসনার সময় – সারা জগৎ বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। সর্বত্র আওয়াজ আর কণ্ঠস্বরে ভরে উঠেছে। এর মধ্যে অনেক কণ্ঠস্বরই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু আমাদের একাকিত্বের প্রয়োজন হয়, একটি মুহূর্ত যখন আমরা নিস্তব্দ হয়ে থাকি যাতে তাঁর বাক্যকে প্রতিফলিত করতে পারি এবং প্রার্থনায় সদাপ্রভুর রবকে শ্রবণ করতে পারি (গীতসংহিতা ৫৬:১০)। প্রভু, দয়া করে আমার সত্তাকে শান্ত করুন আর আমার সঙ্গে কথা বলুন। (গীতসংহিতা ১৪৩:৮)

৬. ধন্যবাদ দাও – 'সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।' (গীতসংহিতা ১০৭:১)। কৃতজ্ঞতাবোধ প্রথমত আপনার অনুভূতির বিষয় নয়, কিন্তু আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সিদ্ধান্ত। সদাপ্রভুকে বলুন যেন তিনি তাঁর প্রেমময় তত্ত্বাবধান এবং ধার্মিকতা একটি নতুন রূপে আপনার কাছে প্রকাশ করেন।

৭. প্রেমময় ঈশ্বর – 'হে সদাপ্রভু, তোমার সর্ব্ব শত্রু এইরূপে বিনষ্ট হউক, কিন্তু তোমার প্রেমকারিগণ সপ্রতাপে গমনকারী সূর্য্যের সদৃশ হউক।' (বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ৫:৩১)। চাঁদ যেমন সূর্য্যের আলোকে প্রতিফলিত করে, তেমনই ঈশ্বরের প্রতি প্রেমকে আমাদের জীবন প্রতিফলিত করে। যখন আপনি তাঁর উপস্থিতি অন্বেষণ করেন এবং তাঁর বাক্য অধ্যায়ন করেন তখন ঈশ্বরের প্রতি আপনার প্রেম একই অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৮. চোখ যা দেখে – 'তখন তিনি তাহার চক্ষুর উপরে আবার হস্তার্পণ করিলেন, তাহাতে সে স্থির দৃষ্টি করিল, ও সুস্থ হইল, স্পষ্টরূপে সকলই দেখিতে পাইল।' (মার্ক ৮:২৫)। প্রভু যে মানুষদের দিয়ে আপনাকে ঘিরে রেখেছে তাঁদের স্পষ্টরূপে দেখতে আপনার চোখ খুলে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করুন।

৯. সম্পত্তি – 'কেননা তোমরা বন্দিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলে, এবং আনন্দপূর্ব্বক আপন আপন সম্পত্তির লুট স্বীকার করিয়াছিলে, কারণ তোমরা জানিতে, তোমাদের আরও উত্তম নিজ সম্পত্তি আছে, আর তাহা নিত্যস্থায়ী।' (ইব্রীয় ১০:৩৪)। প্রভু, অনন্তজীবনরূপ উপহার এবং আপনার বাক্যে দেওয়া প্রতিশ্রিতিগুলির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই, যা এই জগতের সমস্ত সম্পদকে অতিক্রম করে ফেলে।

১০. সন্দেহ – "ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন...." (আদিপুস্তক ৩:১)। সর্পের কাছ থেকে আসা প্রশ্নের প্রস্তুতির মাধ্যমেই মানবজাতির বিপর্যয়ের সূচনা হয়। আজও শত্রুর পরিকল্পনা ঠিক একই রকম। গীতরচক যা বলেছেন সেই কথা আপনি নিজেও বলুন: 'তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক।' (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)

১১. দ্রাক্ষারস - 'আর দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও' (ইফিষীয় ৫:১৮)। আপনার উদ্দেশ্যগুলি লক্ষ্য করুন আর আপনার অগ্রাধিকারগুলি পরীক্ষা করে দেখুন। যে কোনো আবেগকে প্রতিহত করুন যা মনকে দ্রাক্ষারসের মতো মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলে। বরং, ঈশ্বরের বাক্য আপনার চিন্তাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে দিন। তাহলে পবিত্র আত্মা আপনাকে বিচক্ষণতা এবং নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১২. ক্রুশারোপিত – 'খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন' (গালাতীয় ২:২০)। সুসমাচার! খ্রীষ্ট আপনার আর আমার জন্য ক্রুশে হত হয়েছিলেন। পাপের শাস্তি পাওয়া থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। আমাদের মধ্যে থাকা আদমের স্বভাব তাঁর সঙ্গে ক্রুশে হত হয়েছে। অনুগ্রহে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তানরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছি! আপনার মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মাকে জীবনযাপন করতে দিন।

১৩. ক্ষুদ্রতা – 'কারণ এখনও তোমরা মাংসিক রহিয়াছ; বাস্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা কি মাংসিক নও, এবং মানুষের রীতিক্রমে কি চলিতেছ না?' (১ করিন্থীয় ৩:৩)। আশ্চর্য্যের বিষয় হলো পুরোনো চিন্তাধারা কত সহজে আমাদের বন্দি করে রাখতে পারে। ঈশ্বরের আত্মাকে আপনার মন ও চরিত্রকে পরিবর্তন করতে দিন এবং স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খা এবং ক্ষুদ্রতার নিকৃষ্ট মানসিকতার বিষয়ে সতর্ক হন।

১৪. অন্যদের ক্ষমা করা – 'পরস্পর সহনশীল হও, এবং যদি কাহাকেও দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি কর।' (কলসীয় ৩:১৩)। আমরা খ্রীষ্টকে আমাদের ইচ্ছা আর অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলে আমরা তাঁর অনুকারী হওয়া বেছে নিতে পারি। আমরা যদি পরস্পরকে প্রেম করি এবং ক্ষমা করি, তাহলে আমাদের বিশ্বাসের সত্যটাকে জগৎ খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে।

১৫. অহংকার – 'তোমরা সকলেই এক জন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন কর, কেননা "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।"' (১ পিতর ৫:৫খ)। প্রতিটি পাপের

মূলে রয়েছে অহংকার এবং ঈশ্বরের থেকে দূরে সরে থাকা। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং ধারকই হচ্ছেন একমাত্র আমাদের আরাধনার যোগ্য। তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ককে আপনার অন্য সমস্ত সম্পর্ককে নির্ধারণ করতে দিন।

১৬. সিদ্ধান্ত – 'ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দকদের সভায় বসে না।' (গীতসংহিতা ১:১)। আমরা যাদের সঙ্গে চলি সেটাই আমাদের মান ও পছন্দকে প্রতিফলিত করে। প্রয়োজন হলে, নিঃসঙ্গ থাকার সাহসিকতা দেখান, কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করা বেছে নিলে আপনি সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠতার আশীর্বাদ লাভ করবেন।

১৭. বিনিয়োগ – 'কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।' (গীতসংহিতা ১:২)। মাতা-পিতার প্রেমে যেমন সন্তানেরা আনন্দিত হয়, তেমনই বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিরাপত্তা এবং সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়। জীবনের বহু বাধা বিপত্তিতে তাঁর ইচ্ছাকে বুঝতে পারা এবং প্রয়োগ করা হচ্ছে সবচেয়ে সেরা এবং ফলপ্রসূ বিনিয়োগ।

১৮. কৃতকার্য্যতা – 'সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে, যাহা যথাসময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না; আর সে যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হয়।' (গীতসংহিতা ১:৩)। গীতসংহিতা ১এ বাইবেল আমাদের একটি ফলপ্রসূ এবং সমৃদ্ধ জীবনযাপনের প্রণালী প্রদান করেছেন। ঈশ্বরের পথে, ঈশ্বরের কাজ করলে, ঈশ্বরের সমর্থনের অভাব হয় না! (১ থিষলনীকীয় ৫:২৪)

১৯. শেষ কথা – 'কারণ সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের পথ জানেন, কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।' (গীতসংহিতা ১:৬)। ঈশ্বর হচ্ছেন জীবিত ও মৃতদের চূড়ান্ত বিচারকর্তা। এমন একজন পুরুষ হন যিনি গীতসংহিতা ১র উদাহরণ অনুসরণ করেন। আর একদিন আপনি শুনতে পাবেন তিনি বলছেন: 'বেশ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে,....তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও।'

২০. জগতের মধ্যে – 'আমি নিবেদন করিতেছি না যে, তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর।' (যোহন ১৭:১৫)। আপনি যদি খ্রীষ্টবিশ্বাসী হন, তাহলে এই জগৎ আপনার বাসস্থান নয়। আপনাকে আর আমাকে খ্রীষ্টের সাক্ষী হওয়ার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। তিনি ক্রুশের উপরে মানবজাতির পরিত্রাণ সাধন করেছেন। ঈশ্বর আজ আমাদেরকে তাঁর রাজদূত হওয়ার জন্য অধিকার এবং নিরাপত্তা দান করবেন।

২১. মানুষের ক্রোধ – 'ক্রোধে ধীর হউক, কারণ মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করে না।' (যাকোব ১:২০)। গড়ে তিনজন মহিলার মধ্যে একজন পুরুষের হিংস্রতার স্বীকার হন। আপনার মধ্যে যদি হঠাৎ করে রেগে যাওয়া বা ঘৃণা করার প্রবণতা থাকে, তাহলে সাহায্য চান। 'অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার।' (যাকোব ৫:১৬)।

২২. কার্য্য – 'অতএব তোমরা আপন আপন মনের কটি বাঁধিয়া মিতাচারী হও, এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে যে অনুগ্রহ তোমাদের নিকটে আনীত হইবে, তাহার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ।' (১ পিতর ১:১৩)। আমাদের কাজের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের মন। তাকে নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চিন্তা এবং প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের কাছে যার সঠিক এবং অনন্তকালীন মূল্য আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার সিদ্ধান্ত নিন।

২৩. জীবনের জন্য জি.পি.এস. – 'আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।' (যোহন ১৪:৬)। 'গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম' বা 'ভূমণ্ডলীয় অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থার' ২৪টি উপগ্রহ আছে যা সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। বৈৎলেহমের তারা প্রকাশ হওয়ার সময় থেকে ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে অনন্তজীবনের জি.পি.এস. করেছেন। তিনি হলেন ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার একমাত্র উপায়। আসুন তাঁর অন্বেষণ করি।

২৪. সর্বপ্রকার অনুগ্রহ – হে ঈশ্বর, আমরা ক্ষমতা কত সীমিত, কিন্তু আপনার অনুগ্রহ সীমাহীন। আপনি আমার প্রতি সমস্ত রকম অনুগ্রহ করতে পারেন। খ্রীষ্টের সাথে আমার মিলনের মাধ্যমে সর্ব-পর্যাপ্ত ঈশ্বর আমার মধ্যে বাস করেন। অতএব, আমার মধ্যে থাকা আপনার জীবন আমাকে প্রতিটি ভালো কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে সক্ষম করবে। হে প্রভু, আপনার সর্বপ্রকার অনুগ্রহের জন্য, আপনাকে ধন্যবাদ দিই! (২ করিন্থীয় ৯:৮)

২৫. বিশ্বাসই হচ্ছে বিজয় – হে ঈশ্বর, আপনার আত্মায় যীশু খ্রীষ্টকে আমার প্রভু ও পরিত্রাতা করে গ্রহণ করতে দিয়ে নতুন জন্ম লাভ করতে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করার মাধ্যমে জগৎকে জয় করেছেন। এখন, আপনি খ্রীষ্টে আমাকে একজন বিজয়ী করেছেন। আমাদের মাধ্যমে আপনার বিজয়ী জীবন যাপন করার জয় আপনাকে ধন্যবাদ দিই! (১ যোহন ৫:৪)

২৬. বিশ্বাসে জীবনযাপন করা – প্রভু যীশু, আপনি জীবনকে কত সহজ করে তুলেছেন। আপনি আপনাকে আমাকে ন্যায্য করেছেন এবং আমাকে ধার্মিক পরিগণিত করেছেন যাতে আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা আমি লাভ করতে পারি। সুতরাং, আপনার জন্য জীবনযাপন করা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। বিশ্বাস দ্বারা আমি আপনার উপর নির্ভর করি যে আপনি আমার মাধ্যমে আপনার জীবন যাপন করেন। এখন সত্যি করেই আমি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসে জীবনযাপন করছি! (রোমীয় ১:১৭)

২৭. বিশ্বাস নির্মাতা - আমার মধ্যে ঈশ্বরের আত্মাকে স্থাপন করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এখন আমি আপনার বাক্য, পবিত্র বাইবেল, বুঝতে পারি, আর আমার অন্তরে আপনার আত্মার রব শুনতে পাই। আপনার বাক্যের প্রতি মনোযোগ দিতে দিন যাতে আপনার রব আমি শুনতে পারি। আপনার বাক্য আপনার ইচ্ছার বিষয়ে আমাকে নিশ্চয়তা দেয় আর বিশ্বাস করতে, নির্ভর করতে এবং মান্য করতে অনুপ্রাণিত করে। (রোমীয় ১০:১৭)

২৮. বিশ্বাসে গমনাগমন – হে ঈশ্বর, আপনি আমাকে গমনাগমন করার একটি সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি আমার জীবনকে চালিত করার জন্য আমার সীমিত দৃষ্টিশক্তির উপরে আর নির্ভরশীল নই। এখন আমি আপনার সীমাহীন দৃষ্টিকোণের ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি। আপনার আত্মার সক্ষমতার উপরে নির্ভর করে আমাকে বিশ্বাসে গমনাগমন করতে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই। (২ করিন্থীয় ৫:৭)

২৯. দেশের সরকারের জন্য প্রার্থনা – 'কেননা উদয় স্থান হইতে, কি পশ্চিম হইতে, অথবা দক্ষিণ হইতে উন্নতিলাভ হয়, এমন নয়। কিন্তু ঈশ্বরই বিচারকর্ত্তা; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।' (গীতসংহিতা ৭৫:৬-৭)। শাসন ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করা বাইবেলে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (১ তীমথিয় ২:১-২)। এই জগতে কোনো কিছুই আকস্মিক ভাবে ঘটে না। এমনকি যদি আমরা সেই আত্মিক

মাত্রাগুলি উপলব্ধি করতে নাও পারি তাহলেও প্রার্থনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশীদার হতে পারি।

৩০. যুদ্ধের প্রকৃতি – 'কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্ত্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।' (ইফিষীয় ৬:১২)। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে আত্মিক বিচক্ষণতা এবং শত্রুর পরিকল্পনা প্রতিহত করার ইচ্ছাশক্তি প্রদান করেন।

৩১. চূড়ান্ত বিজয় – 'আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল “অগ্নি ও গন্ধকের” হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল....' (প্রকাশিত বাক্য ২০:১০)। দিয়াবল এখন পর্যন্ত জগতের অধিপতি হয়ে রয়েছে। সে এখনো শাসন করে আর সর্বনাশ, কষ্ট এবং মৃত্যু সৃষ্টি করে। কিন্তু তার অন্তিম সময় আগত। চূড়ান্ত বিজয় খ্রীষ্টের এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসকারীদেরই হবে। সুতরাং, তাঁর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করুন, আপনার জীবনে যাই আসুন না কেন।